রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১৯, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর: **০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২২.২৫১**—গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে নেপালের দশরথ রঙ্গাশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 'সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২' টুর্নামেন্টে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। এই সফলতা অদম্য এক ঝাঁক নারীর ইস্পাত কঠিন প্রত্যয় ও ধারাবাহিক সংগ্রামের অনিবার্য অর্জন।

০২। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের এই অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৫ আশ্বিন ১৪২৯/১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

০৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের রুটিন দায়িত্বে

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৫ আশ্বিন ১৪২৯ / ১০ অক্টোবর ২০২২

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 'সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২' টুর্নামেন্টে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। এই টুর্নামেন্টে দাপুটে বাংলাদেশ মালদ্বীপকে ৩-০, পাকিস্তানকে ৬-০ এবং বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ভুটানকে ৮-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করার মাধ্যমে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ফাইনালে স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ষষ্ঠ 'সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২' টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের নৈপুণ্য ভাস্বর এ বিজয় দেশের যেকোনো পর্যায়ের ফুটবলের ক্ষেত্রে এক অনন্য অর্জন। বাংলাদেশ দল একটি পরিপূর্ণ ও সুসংহত দল হিসাবে শক্তিশালী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপকে পরাজিত করার মাধ্যমে দেশকে উপহার দিল এক অসামান্য বিজয়। এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সেরা খেলোয়াড় এবং রূপনা চাকমা সেরা গোলরক্ষকের খেতাব অর্জন করেন।

এই সফলতা অদম্য এক ঝাঁক নারীর ইস্পাত কঠিন প্রত্যয় ও ধারাবাহিক সংগ্রামের অনিবার্য অর্জন। এ অর্জনের সূচনা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েদের জন্য বেগম ফজিলাতুন নেসা কাপ টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করার মাধ্যমে। এর ফলে ছোটবেলা থেকেই বাংলার মেয়েদের ফুটবলে হাতেখড়ি হয় এবং পরবর্তী সময়ে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আজকের এই সফলতার সোনার হরিণ বাস্তবরূপে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে এ বিজয় দেশে খেলাধুলার অব্যাহত উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলপ্রসূতার পরিচায়ক। বাংলার মেয়েদের অর্জিত এ বিজয়ের ফলে অগণিত নারী আত্মপ্রত্যয়ে জেগে ওঠার শক্তি পাবে। মন্ত্রিসভা আশা করে যে, এ অনন্য অর্জন বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে এবং উত্তরোত্তর সফলতা অর্জনে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মন্ত্রিসভা বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের এই অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd